# গুরুপূজা।

অদ্য একটী ক্ষুদ্র ঘটনা—ক্ষুদ্র হইলেও হৃদয়ের অন্তস্তল-স্পর্শকর নির্ম্মল-প্রীতিজনক ঘটনা, "বঙ্গবাসী-কলেজ-ম্যাগাজীন"-পাঠকের গোচরে আনা যাইতেছে। আজকাল এরূপ ব্যাপার অস্মদ্দেশে অত্যন্ত বিরলদৃশ্য হইয়া আসিতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

আবহমান কাল হইতে ভারতীয় আর্য্য বা হিন্দু-সন্তানগণ গুরুপূজা করিয়া আসিয়াছেন। শিষ্য বা ছাত্র গুরুসকাশে যথাবিধি অধ্যয়ন-সমাপনান্তে কৃতবিদ্য হইয়া গুরুপ্রার্থিত দক্ষিণা আহরণার্থ প্রাণপণ করিয়াছেন, পুরাণেতিহাসে এরূপ বৃত্তান্তের অসদ্ভাব নাই।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন "অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ। তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া॥" শিক্ষক ছাত্রকে অল্পই হউক বা অধিকই হউক, যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করান্, তাঁহার সেই উপকার দ্বারা ছাত্র তাঁহাকে গুরু বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ শিক্ষক, যত অল্পই বিদ্যা প্রদান করুন না কেন, ছাত্র তাঁহার নিকট সেই জ্ঞানকণিকার জন্য চিরদিন ঋণী থাকিবে, এক ঐকান্তিকী ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যপ্রতিদানে ঋণমুক্ত হইতে পারিবে না।

পৌরাণিক উপমন্যু অথবা উদ্দালকের আচার্য্যদেশে অনশন বা কেদারখণ্ড-নির্ম্মাণ কল্পিত উপাখ্যান বোধে নব্যসমাজকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মনীষিগণের গুরুভক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অধুনা এই গুরুভক্তি—গুরু-শিষ্যের এই সুমধুর সম্পর্ক কালধর্ম্মে অথবা শিক্ষাদোষে অথবা যে কোনও কারণেই হউক ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং এই ভাবের পুনরুদ্দীপনা দেখিলেই সহৃদয়-হৃদয়-কন্দরে অপূর্ব্ব আনন্দ-রসের আবির্ভাব হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

এক্ষণে প্রকৃত ঘটনাটী এই—বিগত গ্রীষ্মাবকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গবাসী কলেজের স্কুল-বিভাগের কয়েকটী শ্রেণীর ছাত্রগণ সমবেত হইয়া আপনাদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাখাল-

দাস বসু বি, এ, মহাশয়কে একখানি সুচিত্রিত তৈলচিত্র আন্তরিক গাঢ় গুরুভক্তির যৎকিঞ্চিৎ বাহ্যবিকাশস্বরূপ উপহার প্রদান করিয়াছেন। ঐ দিন সভাগৃহে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণ ও অধিকাংশ ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। দুইটী অল্পবয়স্ক ছাত্র উপহৃত চিত্রটী পুষ্পপত্রাদিতে সুশোভিত করিয়া ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আসনপরিগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সরল সুপরিস্ফুট বাঙ্গলা ভাষায় ছাত্রগণকে তৎকালোচিত উপদেশ-পূর্ণ সাদর সম্ভাষণ সহকারে বলিলেন—"আমি তোমাদের প্রদত্ত এই প্রতিকৃতি আমার অপরাপর বহুমূল্য দ্রব্য-সমূহের সহিত সযত্নে রক্ষা করিব, কারণ ইহা আমার ছাত্রদত্ত ভক্ত্যুপহার"।

উপসংহারে বক্তব্য যে, অত্রত্য বিদ্যালয়ের ড্রয়িং (Drawing) শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আলেখ্যটী সুচারুরূপে অঙ্কিত করিয়া সকলের ধন্যবাদযোগ্য হইয়াছেন ও তৈল-চিত্র-শিল্পে বিশিষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিমধিকমিতি।